অষ্টদশ দার্‌স

الدرس الثامن عشر

তাঁর বিষয়-বিতৃষ্ণাঃ

زهده

কোন কিছু থেকে অনাসক্তি বশতঃ মুখ ফিরিয়ে নেওয়াকে 'যুহ্‌দ' বলে। এই গুণে ভূষিত কেবল তাকেই করা যায়, যার জন্য কোন জিনিস লাভ করা সহজ হয়ে যায়, কিন্তু তার প্রতি অনাসক্তি প্রদর্শন ক'রে সে তা ত্যাগ করে। আমাদের নবী ﷺ মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বেশী দুনিয়ার প্রতি অনানুরক্ত ছিলেন এবং তার প্রতি তাঁর আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা কম ছিলো। যা পেতেন, তা-ই যথেষ্ট মনে করতেন। তিনি তাঁর এই কঠিন জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। অথচ দুনিয়া ছিলো তাঁর সামনেই। তিনি হলেন আল্লাহর সৃষ্টির সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি চাইলে মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত অঢেল ধন-সম্পদ দান করতেন।

ইবনে কাসীর (রাহঃ) তাঁর তফসীর গ্রন্থে খাইষামা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম-ﷺ-কে বলা হলো, যদি তুমি চাও তো যমীনের ধন-ভান্ডার ও তার চাবী তোমাকে দান করবো, যা তোমার পূর্বে কোন নবীকে দান করে নি এবং তোমার পরেও কাউকে দান করবো না। আর এতে আল্লাহর নিকট তোমার জন্য যা সুরক্ষিত আছে, তা থেকেও কিছু কমবে না। তিনি-ﷺ-বললেন, "বরং তা আমাকে আখেরাতে দেওয়ার জন্য জমা রাখুন!" তাঁর জীবন ও জীবিকা ছিলো বিস্ময়কর। আবূ যার-ﷺ-বলেন, আমি নবী করীম-ﷺ-এর সাথে মদীনার উত্তপ্ত প্রস্তরময় যমীনে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমাদের সামনে এলো ওহুদ পাহাড়। তখন তিনি-ﷺ-বললেন, "ওহুদ পাহাড় সমান সোনা আমার কাছে থাকলে আমি চাইবো না যে তিনদিন অবধি তার এক দীনারও আমার কাছে থাকুক, কেবল ততটুকু পরিমাণ ছাড়া যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রাখবো। আমি সমূহ সোনাকে আল্লাহর বান্দাদের মাঝে ডান দিকে বাম দিকে ও পিছন দিকে এইভাবে এইভাবে বন্টন করে দিবো।" তিনি আরো বলতেন, "দুনিয়ার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই এবং দুনিয়ারও আমার প্রতি কোন ভালবাসা নেই। আমি দুনিয়ায় সেই আরোহীর মত, যে কোন গাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম ক'রে আবারও সে ছায়া ছেড়ে চলে যায়।"

তাঁর আহার ও পরিধানঃ তাঁর আহারের ব্যাপারটা হলো এই যে, কখনো এক মাস, দু'মাস ও তিনমাস তাঁর উপর দিয়ে এমন অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যেতো যে, তাঁর বাড়িতে (উনুনে) আগুন জ্বলতো না। কেবল দু'টি কালো বস্তু অর্থাৎ, খেজুর ও পানিই হতো তাঁর খাবার। কখনো ক্ষুধার কারণে পুরো দিন পেটের ব্যথায় ভুগতেন এবং পেটে ভরার মত কিছু পেতেন না। তাঁর (খাবার) রুটি বেশীর ভাগই হতো যবের। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কখনো নরম-মোলায়েম রুটি খান নি। বরং তাঁর খাদেম আনাস-ﷺ এও উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কাছে কখনোও রুটি ও গোশ্‌ত সহ দুপুরের ও রাতের খাবার একত্রে বিদ্যমান থাকে নি, কেবল সেদিন ব্যতীত, যেদিন তার কাছে কোন অতিথি আসতো।পরিধানের ব্যাপারেও তাঁর অবস্থা উল্লিখিত অবস্থার থেকে কম ছিলো না। পরিধানের ব্যাপারেও তাঁর সাহাবাগণ তাঁর বিষয়-অনাসক্তি ও অনাড়ম্বরতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। অথচ অতীব মূল্যবান পোশাক পরার সামর্থ্য তাঁর ছিলো। একজন সাহাবী তাঁর পোশাকের কথা বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে, কোন এক ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কাছে এলাম, দেখলাম তিনি মোটা সুতির লুঙ্গি পরে বসে আছেন। আবূ বারদা-ﷺ-আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র কাছে প্রবেশ করলে, তিনি তাঁকে তালি দেওয়া একটি চাদর এবং মোটা একটি লুঙ্গি বের ক'রে দিয়ে বললেন, এই দু'টি পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মৃত্যুবরণ করেছেন। আনাস ইবনে মালিক-ﷺ-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহﷺ-এর সাথে যাচ্ছিলাম তিনি পুরু পাড় বিশিষ্ট একটি নাজরানী চাদর (গায়ে) জড়িয়ে ছিলেন।' মৃত্যুর সময় তিনি না রেখে গেছেন দীনার ও দিরহাম (টাকা-পয়সা), না কোন ক্রীতদাস-দাসী আর না অন্য কোন কিছু, কেবল তাঁর সাদা খচ্চর, অস্ত্র এবং কিছু যমীন যা তিনি সাদক্বা করে গেছেন। আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মৃত্যুর সময় আমার বাড়ির তাকে সামান্য যব ব্যতীত এমন কোন জিনিস ছিলো না, যা কোন প্রাণী খেতে পারে। অনুরূপ মৃত্যুর সময় তাঁর বর্মটা একজন ইয়াহুদীর নিকট কিছু যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিলো।